দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 2 1 AUG 1991
পৃষ্ঠা 7 কলাম 8

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবে খুলিবে?

● রেজানুর রহমান ●

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবার অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ। গত ৩০শে জুলাই দুইটি ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে প্রায় তিন ঘন্টা গুলী বিনিময়ের পর কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। নির্দেশ অনুযায়ী ৩১শে জুলাই ছাত্র-ছাত্রীরা হলত্যাগ করে। গত ২০ দিনে ছাত্র সংগঠন, রাজনৈতিক দল, এমনকি সরকারী পর্যায়েও বিশ্ববিদ্যালয় খোলার

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃঃ পর)

ব্যাপারে তেমন কোন উদ্যোগ গৃহীত হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার পর শিক্ষা সংগ্রাম পরিষদ' নামে সাধারণ ছাত্রদের একটি সংগঠন বিভিন্ন প্রতিবাদ কর্মসূচী পালন করে। তবে এই কর্মসূচীতে বড় ছাত্র সংগঠনগুলির কোন সমর্থন লক্ষ্য করা যায় নাই। শিক্ষা সংগ্রাম পরিষদের চাপে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সোমবারের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে আশ্বাস প্রদান করিলেও কার্যতঃ কোন উদ্যোগ গৃহীত হয় নাই।

জানা যায়, শিক্ষা সংগ্রাম পরিষদ গত সোমবার ভিসি প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞার সহিত এক বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য দাবী করিলে ভিসি ৩ সপ্তাহের সময় চাহিয়া বলিয়াছেন, এই সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় খোলা সম্ভব না হইলে তিনি পদত্যাগ করার কথা চিন্তা করিবেন।

মূলতঃ ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। ছাত্রনেতাদের পুনঃ ভর্তির বিষয়টি ডাকসু নির্বাচনের ব্যাপারে জটিলতা সৃষ্টি ডাকসু নির্বাচন স্থগিত ঘোষণার পর ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের (আ-অ) কর্মীদের মধ্যে সৃষ্ট উত্তেজন সন্ত্রাসে রূপ নেয় ৩০শে জুলাই। ৩১শে জুলাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্র-ছাত্রী হলত্যাগ করিলেও প্রায় দেড়শত ছাত্র ২ দিন একটি হলে অবস্থান করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। কর্তৃপক্ষের অনুরোধে এই ছাত্ররা হলত্যাগ করিয়া ৩রা আগষ্ট ভিসি অফিস ঘেরাও কর্মসূচী পালন করে। ৬ই আগষ্ট শিক্ষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। এই পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দাবীতে ৬ই আগষ্ট ক্যাম্পাসে মৌন মিছিল, ১২ই আগষ্ট সংসদের স্পীকারের নিকট স্মারকলিপি পেশ, ১৪ই আগষ্ট ভিসির কার্যালয়ের সম্মুখে অবস্থান ধর্মঘট এবং ১৭ই আগষ্ট সকাল ৮টা—৫টা বিভিন্ন হলে অবস্থান ধর্মঘট পালন করে। গতকাল শিক্ষা সংগ্রাম পরিষদের একজন ছাত্রনেতা মন্তব্য করেন, আমরা শিক্ষাজীবন ধ্বংসের চক্রান্ত মোকাবিলার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করিয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে প্রশাসনের প্রধান ব্যক্তি আমাদেরকে আশ্বাস দিয়াছেন। আশ্বাস অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় না খুলিলে আমরা নাগরিক সমাবেশ ডাকিয়া আত্মাহুতি দিব।

উল্লেখ্য, বিগত সময়ের পর্যালোচনায় দেখা যায়, এই প্রথমবারের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবন মারাত্মক সংকটে পতিত হইয়াছে। জুন মাসে প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু হইতে না হইতেই ছাত্র-ছাত্রীদের ক্যাম্পাস ত্যাগ ...রিতে হইয়াছে। এই প্রথম ...ষ্টার্স এবং অনার্স পরীক্ষার ক্ষেত্রে ...সশন জটের ভয়াবহতা প্রকাশ পাইয়াছে। খোঁজ নিয়া দেখা যায়, ...াষ্টার্স পরীক্ষা ৫ বার, অনার্স পরী...া ৭ বার পিছাইয়াও অনুষ্ঠিত হয় ...াই। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দফতরের ...একজন কর্মকর্তা জানান, অনার্স ...রীক্ষার প্রথম তারিখ ঘোষণা ...করা হয় ২রা ফেব্রুয়ারী। ইহার ...র এই তারিখ পর্যায়ক্রমে ১১ই ...ম, ১লা জুন, ১লা জুলাই, ১৩ই ...জুলাই, ১৮ই জুলাই, সর্বশেষে ...০ই আগষ্ট নির্ধারণ করা হয়। ...বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধতন একজন ...র্মকর্তা জানান, পরীক্ষাসমূহ ...অনুষ্ঠিত না হওয়ায় সেশন জট ...এখন ঠিক কোন পর্যায়ে আছে ...তাহা ধারণা করা যাইতেছে না।

বিশ্ববিদ্যালয় খোলা প্রসঙ্গে ...ভিসি প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞার ...হিত যোগাযোগ করা হইলে তিনি বলেন, আমরা বার বার বলিয়াছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা রাজনৈতিক। কাজেই রাজনৈতিকভাবে ইহার সমাধান না হইলে খোলার কথা চিন্তা করা যাইবে না। তবে বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রাখিয়া সকল সমস্যার সমাধান করার ব্যাপারে সকলকে আন্তরিক হইতে হইবে।

একটি সূত্র জানায়, কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা শুরু করিলেও বিভিন্ন মহলের চাপে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। সূত্রটি জানায়, বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের বিভিন্ন সংগঠনের মন্তব্য, সন্ত্রাসী তৎপরতার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হইয়াছে। পুলিশ জানে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাহারা সন্ত্রাস করে। কাজেই সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা না করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় খোলা উচিত হইবে না। একজন প্রবীণ শিক্ষক মন্তব্য করেন, জাতীয় সংসদে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আলোচনা অনুষ্ঠিত হওয়ার পরও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রহিয়াছে—ইহা ভাবিতে কষ্ট হয়।